দৈনিক জনকণ্ঠ
JUN. 25 1999

পাতনিক শিক্ষা

ফাকিহা হক

স্কুল পরিদর্শকদের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে, যার বিশ্লেষণ সাধারণ আলোকে সম্ভব নয়, এক্স-রে করার প্রয়োজন। আগেকার দিনে পরিদর্শক আসবেন সেই বিশেষ দিনটির জন্য পড়া তৈরি করিয়ে রাখা হতো। যেমন এক ভূগোল শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের শিখিয়েছিলেন, 'পৃথিবীর আকার গোল'। ব্যাপারটা আরও সহজ করার জন্য তিনি সব সময় পকেট থেকে গোল নস্যির কৌটা বের করে দেখাতেন। বেশ কিছু দিন পর যথারীতি একদিন স্কুল পরিদর্শক এলেন। এসে প্রশ্ন করলেন, 'পৃথিবীর আকার কেমন'। ততদিনে ছাত্ররা পৃথিবীর আকার-সংক্রান্ত জ্ঞান কমলালেবুর মতো হজম করে ফেলেছে। শিক্ষক দেখেন, কেউ বলতে পারছে না। তিনি তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ান। কিন্তু তাঁর কপাল মন্দ। একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল তাঁর। তিনি সপ্তাহের ছয় দিন নস্যি ব্যবহার করলেও রবিবার দিন খান পান। আজ সেই রবিবার এবং পানের কৌটাটা চার কোণা। তবুও মরিয়া হয়ে তিনি ভাবেন, যা হয় হবে; যদি এটা দেখে কারও মনে পড়ে যায় তবু শেষ রক্ষা হয়। তিনি পরিদর্শকের পিছনে গিয়ে কৌটাটা পকেট থেকে বের করে ছাত্রদের দেখান, একজন ছাত্র দেখতে পায়। তাঁর সব চেষ্টাই বিফলে যায় না, সে হাত তোলে। পরিদর্শক তাকে উত্তর দিতে বলেন। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ছেলেটি বলে, 'পৃথিবীর আকার সপ্তাহের ছয় দিন গোল, শুধু রবিবারে চার কোণা!'

তখন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না। এখন ছাত্রদের কতটা উন্নতি হয়েছে সেটাও আমিন দিয়ে জরিপের দরকার 'বাধ্যতামূলক পাতনিক শিক্ষা বলতে কি বোঝ বলত?' দু'জনের কথোপকথন।

'আমি কি একেবারে জলের মতো গলিয়ে গলিয়ে বোঝাব?' 'বোঝাও।'

'বধ্যতামূলক পাতনিক শিক্ষা হলো সেই প্রাথমিক শিক্ষা, যা মানুষকে পতনে উদ্বুদ্ধ করে এবং বধ হতে শেখায়। দেখেন না, কত ছাত্র অহরহ বধ হচ্ছে? আর ধুপধাপ পতন হচ্ছে তাদের?' 'দারুণ। দশের মধ্যে সাড়ে নয়। আধা নম্বর হাতের লেখার জন্য কাটা গেল।'

'কিন্তু আমি তো বললাম মুখে।'

'তাতে কি? একটু নম্বর না কাটলে লোকে ভাল টিচার বলে না। যা হোক, এই শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন?'

'এই শিক্ষা ব্যবস্থা গম নামক যম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত।'

'তার মানে?'

'অর্থাৎ ছেলেরা পড়ার বিনিময়ে আধা কেজি গম পাবে। এখন আবার গমের বদলে চাল।'

'সেটা তো ভালই। আমাদের দেশে বেশির ভাগ বাবা-মা গরিব, শিশু সন্তানের আয়ের ওপরও পরিবার নির্ভরশীল।'

'কিন্তু আসলে তো তা হচ্ছে না, নিয়মমাফিক চল্লিশ শতাংশের নিচে যাদের জমির পরিমাণ তাদের গম পাওয়ার কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা যাদের জমি চার শ' বিশ শতাংশের ওপরে তারাই পাচ্ছে।'

'আহা! সত্যি?'

'হ্যাঁ, সেজন্যই গ্রামের স্কুলের সভাপতি-কাম-লাখপতি হবার জন্য লোকে প্রাণপাত করছে। ভুয়া ছাত্রের সংখ্যা বাড়ছে। আগের দিনের স্কুলের সভাপতিরা নাম কেনার জন্য অনেক গরিবকে সাহায্য করত। এখন হয়েছে উল্টো।'

'কি হয়েছে এখন?'

'এখন? এখন সভাপতিরা গম বা চাল বেচার জন্য অনেক গরিবের সাহায্য নিচ্ছে।'

'দেশের ভবিষ্যত তো অন্ধকার দেখছি।'

'গম নামক গন্ধম ফলের দ্বারা গন্ধকার। লোককে চোর বানানো হচ্ছে। শিক্ষক ও ছাত্রদেরকে মিথ্যা ছাত্র সংখ্যা বলতে শেখানো হচ্ছে। সবচেয়ে দুঃসহ অবস্থা শিক্ষকদের। আগে এই পেশার মর্যাদা ছিল, অনেক ব্রাইট ছেলে আসতে চাইত, এখন যাদের কোথাও কিছু হয় না তারা আসে।'

'সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ, আগে তাঁরা সম্মান পেতেন, এখন গমন্দান পাচ্ছেন। আগে বেতন পেতেন, এখন কুড়িয়ে-বাড়িয়ে গম। তাহলে ঐ স্কুল পরিদর্শকের ঘটনাটা বলি, 'বল'।

তিনি গেছেন স্কুল পরিদর্শনে। বলে-কয়ে যাননি, তাতে সত্যচিত্র আসে না। আদতেই কত ছাত্র বোঝা যায় না।

স্কুলে ঢুকে দেখলেন প্রধান শিক্ষক তাঁর ঘরে নেই। নৈশপ্রহরী কাম দারোয়ান কাম ঘণ্টা বাজিয়ে কাম কেরানী ইত্যাদি সকল কাজের কাজী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে, তোমাদের হেডমাস্টার সাহেব কি ক্লাস নিচ্ছেন?'

কাঁচুমাচুভাবে লোকটি বলল, 'জ্বি না, উনি পাশের ঘরে সভাপতি সাহেবের শালার জন্য বরাদ্দ সাপ্তাহিক গম মাপছেন।'